রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৯৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক কর)

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৭ই আশ্বিন, ১৪০০/২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩

এস, আর, ও নং ১৯১-আইন/৯৩/১৫২২/শুল্ক—Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 19 এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২নং আইন) এর ধারা ১৪(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে উহার ১৮ই ভাদ্র, ১৪০০ বাংলা/২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ ইংরেজী তারিখের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ১৯৫-আইন/৯৩/১৫২১/শুল্ক, নিম্নরূপ সংশোধন করিলেন, যথা:—

উপরি উক্ত প্রজ্ঞাপনের—

(১) অনুচ্ছেদ ১ এর 'খ' উপ-অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে;

(২) অনুচ্ছেদ (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) TABLE-1 এ উল্লেখিত মূলধনী যন্ত্রপাতি ৭·৫% হারে শুল্কায়ন করিয়া ৫% শুল্কের জন্য একটি ও অবশিষ্ট ২·৫% শুল্কের জন্য একটি, সর্বমোট দুইটি ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করা হইবে। বাংলাদেশের যে কোন তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করিতে হইবে। এই সকল ব্যাংক গ্যারান্টি অনুচ্ছেদ (৫) এর দফা (ক) ও (খ) অনুযায়ী ফেরৎ প্রদেয় হইবে।";

মূল্য: টাকা ২·০০

(৩) অনুচ্ছেদ (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) "আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের খালাসের সময় লেনদেনকারী ব্যাংক, অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ বোর্ড, অথবা ক্ষেত্রমত, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান পরিশিষ্ট '১' মোতাবেক এই মর্মে একটি অংগীকার পত্র দিবে যে উক্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ নূতন ১০০% রপ্তানীমুখী শিল্প স্থাপন বা প্রতিষ্ঠিত ১০০% রপ্তানী শিল্পের আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন বা সম্প্রসারণের জন্য আমদানি করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা-"লেনদেনকারী ব্যাংক" বলিতে এইরূপ কোন তফসিলি ব্যাংক বুঝাইবে যাহার মাধ্যমে এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় রেয়াত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিজস্ব মূলধনে স্থাপিত শিল্পের আর্থিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।";

(৪) অনুচ্ছেদ (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদে (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) এই প্রজ্ঞাপনের আওতায়—

(ক) শুল্ক ও কর রেয়াত প্রাপ্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অথবা শুল্ক কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রমাণীকৃত প্রত্যায়নপত্র প্রদান করা হইলে উক্ত প্রত্যায়নপত্র প্রাপ্তির তারিখের পরবর্তী ১৫ কার্য দিনের মধ্যে ৫% শুল্কের বিপরীতে গৃহীত ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরৎ দেওয়া হইবে;

(খ) শুল্ক ও কর রেয়াত প্রাপ্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ খালাসের তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ১২ মাসের মধ্যে স্থাপন ও বাণিজ্যিক উৎপাদন আরম্ভ করিতে হইবে। বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখ হইতে পরবর্তী প্রথম বৎসরে উৎপাদিত সমুদয় পণ্য রপ্তানী করা হইলে অনুচ্ছেদ ২-এ উল্লিখিত ২·৫% শুল্কের বিপরীতে গৃহীত অপর ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরত দেওয়া হইবে। ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরত নিতে হইলে এখতিয়ার সম্পন্ন সহকারী/ডেপুটি কালেকটর অব কাষ্টমস ও মূল্য সংযোজন কর পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত প্রত্যায়ন পত্র সংশ্লিষ্ট শুল্ক ষ্টেশন কর্তৃপক্ষের সমীপে দাখিল করিবে এবং উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার রপ্তানী বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত লেনদেনকারী কোন তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়নকৃত Export Realisation Certificate দাখিল করিবেন। রপ্তানী সংক্রান্ত উল্লিখিত প্রমাণাদি দাখিল করার একমাসের মধ্যে ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরৎ প্রদান করা হইবে।

(গ) যদি উল্লিখিত মেয়াদসমূহে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন ও সমুদয় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানী না করা হয় তাহা হইলে অনুচ্ছেদ (২) অনুযায়ী প্রদানকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করা হইবে।

ব্যাখ্যা: মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ খালাসের "তারিখ" বলিতে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি ছাড় করার উদ্দেশ্যে শুল্ক পরিশোধের তারিখ বুঝাইবে।";

(৫) অনুচ্ছেদ (৬) বিলুপ্ত হইবে;

(৬) পরিশিষ্ট '১' এর অংগীকারনামার চতুর্থ লাইনে "অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান/লেনদেনকারী ব্যাংক" শব্দগুলি ও চিহ্নগুলির পরিবর্তে "অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান, লেনদেনকারী ব্যাংক, বিনিয়োগ বোর্ড অথবা ক্ষেত্রমত, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডঃ আকবর আলি খান
সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।